জাহেদ আহমদের সৌজন্যে-২

মো: জামিলুল বাসার

প্রথমেই আসা যাক সদ্য বিতর্কিত নামের বিড়ম্বনা নিয়ে:

১. তিনি বলেন: আমি নামের শেষে 'আহম্মদ' লিখি না 'আহমদ' লিখি, (যদিও এটা কোন ইসু নয়।)

আপনার নামটি বহু ১৪শ বৎসরের চেয়েও বহু বহু পুরানো আরবী শব্দ। **প্রধানতঃ** ৪ বর্ণ বিশিষ্ট আরবী শব্দের ৩য় বর্ণের উপরে ভাষা বিজ্ঞানের আলোতে তাসদিদ বসে; অর্থাৎ ৩য় বর্ণটি দুবার উচ্চারণ করতে হয়। যেমন মোহাম্মদ; উহা থেকেই আহম্মদ শব্দের উৎপত্তি ইত্যাদি। আবার দু'টি আরবী শব্দ যুক্ত করে 'লাম' সহকারী 'আলিফ' অক্ষরদ্বয় দিয়ে; অর্থাৎ নামের দু'টি শব্দে একটি নাম হলে হতে হবে জাহেদুল আহম্মদ অতএব আরবী 'আহমদ' শব্দটি ভুল হতেও পারে।
বাংলায় লিখা হয় আহমদ আর ইংরাজিতে লিখা 'আহমেদ' Ahmed যদিও Ahma/od লেখা সম্ভব বটে! তাছাড়া বাংলা বা ইংরাজিতে ঐ রূপ কোন শব্দ আছে বলে জানা নেই। সুতরাং এ গোজামিলটা এস এস সি সনদপত্র দেখে নেয়া উচিৎ। আর অনুরূপ থাকলেও দুঃখের কিছু নেই কারণ অনেক সময়ই নাম অর্থ বহরকারী ব্যক্তিটি মাত্র; নাম নামই। দেখুন না! 'শাফিয়া' মানে ত্রাণ কর্তী; 'আম্বিয়া' মানে নবীগণ; 'সখিনা' মানে কলঙ্কিনী: 'হাওয়া' মানে কলঙ্কিনী! 'খিনজির আলী' মানে মহান শুকর; মোহাম্মদ ছগির আলী মানে মহাপুরুষ ক্ষুদ্র বিরাট; মাওলানা দেলওয়ার হোসেন ছাইদি মানে আমরা/আমাদের আল্লাহ-প্রভু দেলওয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি।
যাহোক আমার ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থী ! ভবিষ্যতে এমন ভুল না হওয়ার নিয়ত রাখি।

আমার লেখাগুলি সাধারণত: খর-খরা বা জঞ্জি লেখা বলে কেহ মনে করেন। তা স্বীকার করি! মাফিও মাগি! তবে তার প্রধান কারণ অর্ধ-শিক্ষিত বলে নিজকে মহা পন্ডিত ভাবি; দ্বিতীয়ত যাদেরকে লিখি তারা প্রায় সকলেই সর্বোচ্চ ডিগ্রী ও সনদধারী। সুতরাং তাদের কাছ থেকে ৫ খুণ পর্যন্ত মাফ পাওয়ার ভরসা আছে।

২. তিনি বলেনঃ কোরানকে আবর্জনা বলিনি। বলেছি কেবলমাত্র অর্বাচীনরাই কোরাণে বিজ্ঞান খোঁজে পায়।

'বাইবেল-কোরান ও বিজ্ঞান' বা মহাগ্রন্থ কোরান ও বিজ্ঞান' জাতীয় আবর্জনা গ্রন্থের কথা বলছি না।' (দ্র: 'আসুন খোলস ছেড়ে বের হই; লেখক জাহেদ আহমদ।) বই দুখানি মুষ্টিমেয়ে যারা চিনেন তার হয়তো আমার ভাববাদে সঙ্কীর্ণতার অছিলা খুজতে পারেন। কিন্তু ঐ বই দুটোতেও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোরানের কথাই বলা হয়েছে। হতে পারে তা বিতর্কিত! বেশি-কম আমিও স্বীকার করি। কিন্তু অর্ধেকটা আবর্জনা আর বাকি অর্ধেকটা নয় এমন কোন ভগ্ন হিসাব বাক্যটিতে নেই। তাছাড়া অধিকাংশ লোকেই ঐ বই সম্বন্ধে অজ্ঞ। পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ কোরানখানিই তো নাস্তিকদের কাছে ততোঅধিক বিতর্কিত ও আবর্জনা হয়েই তো আছে বলেই তো কখনও পেশাব করা হয় আবার কখনও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

অতএব বাক্যটির মধ্যে 'আবর্জনা' শব্দটি থেকে 'কোরান বা মহা গ্রন্থ কোরান' কোন প্রকারে অনাবর্জনায় পৃথক করা যায় না বলেই মনে হয়। আর তার ইচ্ছাও নেই; কারণ '১৪শ বৎসরের পুরোনো কথা' কোরানের বর্ণনায় রয়েছে প্রচুর গলদ এবং স্পষ্ট ভ্রান্তি' অসাধাররণ কল্প কাহিনী;' ইত্যাদি যখন বলা হয় তখন: 'কোরানকে আবর্জনা বলিনি' বললে তারও শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন করার সুযোগ পাওয়া যায় বলেই ধারণা হয়! যেকোন বিষয় না বোঝা পর্যন্ত কল্প কাহিনী হয়েই থাকে। রাবণের ১০ মাথা! কালীর ১০ হাত! হাতির নাক কেটে গণেষের নাকে স্থাপন! নারীর পুরুষ আর পুরুষের নারী হয়ে যাওয়াও কিছু দিন আগ পর্যন্ত কল্প কাহিনীই ছিল, কিন্তু চার হাত ও দু'মাথার শিশু দেখে ধীরে ধীরে এগুলি অকল্প কাহিনীর রূপ নিচ্ছে। তা'ছাড়া বিজ্ঞান বলে, 'অসম্ভব বলতে কিছু নেই।' আরও বলে 'ইউনিভার্সেল ট্রুথ' বলতে কিছু নেই। তাই যদি হয় তবে বাক্য দু'টিও ইউনিভার্সেল নয় বলেই স্বীকার করতে হয়।
নকলের গায়ে যদি লেখা থাকে যে, 'নকল থেকে সাবধান' তবে আমার মত হাত গণক, অর্ধ শিক্ষিতেরা বুকে আশ্রয় নিতে অথবা রাস্তা-ঘাটে পান-বিড়ি বা ডাব খেয়ে সর্বস্ব হারাতে দ্বিধাবোধ করছে না করবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত জন দরদীদের (?) খোলস থেকে টেনে হিচড়ে বের না করতে পারবে অথবা তাদের বুকটি চিড়ে-ফেড়ে ভিতরে ঢুকে জড়িয়ে না পড়বে! কিন্তু সে শুভক্ষণ বহু দুরে;

কারণ গণ-মানষ কন্যাগণ ৩৫ বৎসর পরেও স্বাধীনতার সু-ফল ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার জন্য আজও গণ-মানুষের রক্ত চুষে খাচ্ছে। তবুও ভোট দানে কেহ কার্পন্য করে না। কান্না পায় যে নাস্তিকগণও বলেন যে, 'পবিত্র ভোট!' দান না করে নষ্ট বা অপবিত্র করিও না।'

যে কোরানের উপর তিল পরিমাণ আস্থা নেই, পাত্তা নেই! অথচ বেশি-কম মেনেও অস্বীকার করা হয় সে কোরানকে সরাসরি 'আবর্জনা' বলেও কিসের ভয়ে অস্বীকার করা হয় তা বোধগম্য নয়। এজন্য কামরান মির্জাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। কারন তিনি একমাত্র আপন নামটির ভয় ছাড়া কোরানের বিরুদ্ধে লিখতে কখনও অন্যের মত নপুংশতা দেখান নি।

৩. তিনি বলেন: আমি এর মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা আমার লেখার ভুমিকায় উল্লেখ করেছি-- ।--পুরোনো সব আয়াতের কথা উল্লেখ করে।--- আমার ভয় হয় এধরণের অহেতুক এবং প্রায়সই একগুয়ে টাইপ লেখা পড়তে গিয়ে পাঠক পাঠিকারা আবার আমাকে গালি দেন কি না----।

'মনস্তাত্বিক' 'গালি' বিষয়গুলি অদৃশ্যে বিশ্বাস ও ভাববাদেও আশ্রয় নেয়া হলো না? কৃতি জীবণ বিজ্ঞানী ছাত্রের আল্ট্রাস্লোগ্রাফি বা দৈত্য ক্যামেরার দোহাই দিয়ে বললে সনদ পত্রের গাম্ভীর্য বজায় থাকতো।
কোন্ বর্ণ, কোন্ বাক্যটি, কোন্ বতৃতাটি, কোন্ ভাষাটি আহমদের নতুন ব্যবহার? কতো বিলিয়ন ১৪শ বৎসরের পুরানো পৃথিবী, চন্দ্র-সুর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আলো বাতাসে ডুবে থেকে নতুনের দাবি অর্বাবাঞ্জাল নয়তো! আব্বা, আম্মা, ড্যাড-পাপা, স্ত্রী-পুত্র কতো কালের পুরোনো বুলি! ওগুলি আবর্জনা ভেবে ত্যাগ করার আলামত দেখি না।
অভিজিৎ রায়, বিপ্লব পাল আরও দু'একজনকে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য পাঠক-লেখক কোন ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর লেখক মনে করেন। তাদের বহু লেখায় জাহেদ সাহেবের বক্তব্য বর্ণিত আছে। নতুন কিছু বলছেন বলে সাক্ষি সাবুদ নেই। 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না' বাক্যটি বয়স কতো বলতে পারেন? উহা বিশ্বাস করার যুক্তি কি? আসলেই কি শাক দিয়ে মাছ ঢাকা একেবারেই অসম্ভব? বিজ্ঞান সম্মত? মান কচুর পাতা দিয়েও ঢাকা যায় না? মলা-পুটি মাছ? এ সব আদি পুরোনো ভাববাদি বাক্যের ব্যবহার সেকেলে নয় তো!

ভাববাদী ধারণা যে, লেখকের যেমন প্রকারভেদ থাকে পাঠকদেরও তদ্রুপ থাকা স্বাভাবিক হেতু সকলে সকলের লেখা পড়েন না। যেমন আমার লেখা অনেকেই পড়েন না। তার প্রমান পাই তাদের প্রশ্নের ধরণ ও ধারণ দেখে। আর বিতর্কে আনন্দ পেলেও হয়তো বা অনেক পাঠকই অতিতের পৃষ্টা উল্টিয়ে উভয়ের বিতর্ক বিচার বিশ্লেষণ করার আগ্রহ থাকে না বিধায় জাহেদ সাহেব নিজকে কৃতি জীব বিজ্ঞানীর ছাত্র ঘোষনা করায় তার ৩টি পারাই অত্যাধিক গুরুত্বপুর্ণ মনে করে হুবহু তুলে দেয়া হলোঃ

৪. তিনি বলেনঃ বিজ্ঞানের সাথে কোরানের সম্পর্ক প্রতিষ্টা করতে গিয়ে জামিলুল বাসার যা বলেছেন এবং যে সব উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে তাকে আমার বাংলাদেশের একজন হাতগণক জাতীয় লোকের বেশি কিছু মনে হয়নি। প্লিজ, এটাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ হিসেবে নিবেন না। সত্যি সত্যি আমার তাই মনে হয়েছে, বিশেষ করে হাসি চেপে রাখতে পারিনি যখন এই লাইন কটি পড়েছিঃ সেই ১৪ শত বৎসর পুর্বে মোহাম্মদ (সা) বলে গেছেন। এগুলি ডারুইন, আইনস্টাইন, হকিংস এবং মিঃ পালের সুপাভাইজারের শপথনামার সংগে বেশি-কম মিলে যায় কি যায় না?--- হ্যাঁ বা না উত্তর দেয়ার সৎ সাহস নেই বলেই কি বিষয়বস্তুর পট পরিবর্তন করা হয়! উত্তরে বলব, না। মুহম্মদের আপনার বর্ণিত উক্তির সাথে ডারউইন, আইনস্টাইন, হকিংস প্রমুখদের গবেষণার মিল তো দুরের কথা, বরং আপনার উদ্বৃতিগুলি প্রমাণ করে এই একবিংশ শতাব্দিতে এসে ও মুহম্মদের উম্মতকুল কতটা গহীন অন্ধকার ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। আসুন আপনার উক্তি থেকেই প্রমান দেই:

হাত গণক ধারণাটা সত্য হতেও পারে! ভালোই লাগলো! তবে তা ভাববাদী না জীব বিজ্ঞানবাদী মন্তব্য? এতবড় উদ্বৃতি দিতে পারলেন মাত্র কয়েকটি প্রশ্ন উল্লেখ না করার কারণ সন্দেহজনক! পাঠকগণ কেমনে বুঝবেন যে মিলে কি মিলে না! বা আপনার উত্তর সঠিক কি বেঠিক! স্বপক্ষের যুক্তি প্রমান অনুপস্থিত কেন? হযরত মোহাম্মদ (সা) জানতেন বা আবিস্কার করেছেন এমন কথা কোথাও লেখা নেই, আছে 'বলে গেছেন।' নাস্তিকগণ যেমন কারো উম্মত হয়ে তাদের কথা শুনে শুনে হাক্কুল একিন কওে অন্যদেরকেও শুনাচ্ছেন! তেমনি মোহাম্মদও (সা) কারো কথা শুনে শুনে বলে গেছেন মাত্র। তিনি জানতেন কি জানতেন না! তা তিনিই জানতেন।
কোন এককালে 'হযরত ডারউইন' লিখাতে কামরান মির্জাও হাসি থামাতে পারেন নি। পরের জবাবে অন্তর্ধান হলেন সঞ্জো ওরফে তাছমিনাও ওফাত পেলেন! হাসিটাও একটা চটুল-কুট ভাববাদী উত্তর, বিজ্ঞান সম্মত নয়! সঠিক উত্তর জানা থাকলে হাসি আসার

কথা নয়! প্রমান দেখুন অভিজিৎ বাবুরা কখনও হেসেছেন বলে মনে হয় না! তা'ছাড়াও প্রশ্নকারী বাংলাদেশের হাত গণক মাত্র! করুণা হওয়াই উচিৎ ছিল বটে!

কথা সত্য,আমিও মানি; সকল জাতির মৌবাদীদের তা বলা যায়। কিন্তু আপনিও তো সেই ৭ হাজার বৎসর পূর্বের বেদ-গীতায় বর্ণিত, ১৪শ বৎসর পুর্বের কোরানে একই কথা আব্বা-আম্মা, মামু-খালু ডাকাসহ নিছার -২৩ নং আয়াতটিও মেনে চলছেন। না মানছেন না? অবশ্য তানবিরা তালুকদার উত্তর দিয়েছেনঃ 'বিবেকের তাড়নায় ২৩ নং আয়াতটি মানছেন!' কোরান দেখে মানছে না! তবে তা বিবেকের গায়ে বা বিজ্ঞানের পাতায় লেখা নেই; আর প্যাগনদের বিবেকে লেখা ছিল ঠিক উল্টোটা। বরং কোরানেই লেখা আছে। তবে তানবিরার সে উত্তরটিও বরং ভাববাদি, বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সংযোগ নেই। তবুও ৪র্থ কেন্ডিডেট হিসাবে তালুকদার সাহেবা প্রশ্নটি যে টাচ্ করেছেন তাতেই ধন্যবাদ। অতঃপর দেখুন: 'আমি অধম বলিয়া।'

৫. তিনি বলেনঃ আপনি লিখেছেন, কোরাণ বলেছেঃ

কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় দিয়ে গবেষণা বিচার বিশ্লেষণ করে গ্রহণ বর্জন করবে। কারন উহাদের প্রত্যেকটির স্বীয় কর্মের জবাব দিহি করা হয়/করতে হবে। (এখানে তিল পরিমাণ সংশোধন করে 'করা হয়' বাক্যটি যুক্ত করা হয়েছে; কারণ আরবীতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের চিহ্ন একই।) বলেন তো কবে, কোথায় আইনস্টাইন, ডারুইন, হকিনস বা অন্য কোন বিজ্ঞনী বলেছেন কিংবা বিজ্ঞানের কোথায় উল্লেখ আছে যে, কর্ণ, চক্ষু, প্রত্যেকটি স্বীয় কর্মের জবাবদিহি করে বা করবে? আশা করি জবাব দেবেন। রক্ত, বীর্য, শুক্রকীট, ভ্রুন, জড়পিন্ড ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে তোমাদের আকৃতি দেই। জীবণ ফুকে দেই, অতঃপর পূর্ণ মানব রুপে তোমাদের আবির্ভাব হয়। এখানে জীবন ফুকে দেবার বাইবেল- কোরানিক তত্ত্বের সাথে বিজ্ঞানের কী সম্পর্ক? নাকি, এটা ও আইনস্টাইন, ডারউইন বলে গেছেন? আসল ব্যাপার হচ্ছে, জীবণের সৃষ্টি সম্পর্কিত বাইবেল-কোরানিক বর্ণনার সাথে বিজ্ঞানের শুধু যে অমিল তা নয় বরং কোরানে বর্ণনায় রয়েছে প্রচুর গলদ এবং স্পষ্ট ভ্রান্তি। যেমন-

ক. আল্লাহ বলেছেন (৩১ঃ৩৪) তিনি ব্যতিত কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে মাতৃগর্ভে ভ্রুনের লিংগ (sex) আসলে কি (ছেলে, না মেয়ে)। অথচ বিজ্ঞানের কল্যাণে বর্তমানে বাংলাদেশের মত জায়গায়ও মাযের পেটে থাকা অবস্থায়ই বাচ্চার লিংগ জানা সম্ভব আলট্রাসনোগ্রাম/এম্নিফ্লুয়েডেসিস টেস্টের মাধ্যমে। কোরানের বহু জায়গায় বলা হয়েছে, জমাট রক্ত থেকে মানুষের সৃষ্টি করা হয়েছে (২৩: ১৪, ৭৫: ৩৮, ৯৬:২) যার সাথে বিজ্ঞানের বেমিল ছাড়া কোন মিল নেই। দীর্ঘ দিন জীব বিজ্ঞানের একজন কৃতি ছাত্র হিসেবে এ কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি জমাট রক্ত থেকে মানুষ-এ জাতীয় তত্ত্ব জীব বিজ্ঞানের একজন ছাত্র/ছাত্রির সাথে আলাপ করা মানে হচ্ছে তাকে বলে দেয়া-কোরাণ কোন মহাগ্রন্থ তো নয়ই, বরং যুগ কাল ও পারিপার্শ্বিক এর মধ্যে সীমাবদ্ধ একটি (অসাধারণ) কল্প কাহিনী।

কি অবস্থা!

পুর্ণ বাক্যটির পাছার অর্ধাঙ্গ নিয়ে হৈ চৈ করার কারণ কি? খুণী আইনষ্টাইন কি বাক্যটির মুখাংশ বেমালুম গায়েব করে দিতে বলেছেন? বিজ্ঞান কি বলে না? Every action has it's reaction? 'ইট খাওয়ালে পাটকেলটি খেতে হয়।' 'এক হাতে তালি বাজেনা!' অতঃপর তালুকদার সাহেবার 'উত্তম নিশ্চিন্তে চলে' তে দেখেন নি 'বিবেকের কাছে জবাব দিহি করতে হয়!' তারপরেও নাস্তিকদের জবাবদিহিতার বাধ্যবাধকতা নেই বলেই তাদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ বা হারুত-মারুত অথবা আনসিভিলাইজ্ড,আনকালচারর্ড বা পৌত্তলিক বা বস্তুবাদী বলা হয়।

ক্যান তাজ্জব!

এখানেও এই মাত্র গায়ে ছোঁয়া বাক্যটি গায়েব করে পরের বাক্যটি নিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন? এ মুদ্রা দোষটি কিন্তু জাহেদ সাহেবের গুরুদেরও। তারা কোরানের কোন উদ্বৃতি দিতে গেলেই আয়াতের প্রধান অংশটি গায়েব করে দক্ষিন মেরুটি উন্মোচন করেন মাত্র। আপনাদের নিয়ৎ এখানেই পরিস্কার বটে!

যেভাবে লিখেছেন তাতে বোঝা যায় যে এক বাটি রক্ত এনে জমাট করে মানুষ সৃষ্টি করা কোরানেরই সুত্র! জীব বা অস্র বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি একেবারেই মুর্খ। তাই কৃতি জীব বিজ্ঞানী ছাত্রের জন্য উন্নত উপমা দেয়া সম্ভব নয়। ছোট বেলার কথা: মাকে বললাম আন্ডা ভাজনি কেন? মা বললেন যে, ভাজতে গিয়ে আন্ডা ভেঙ্গে দেখেন উহাতে রক্ত জমে গেছে তাই ফেলে দিয়েছেন।

কনছেপ্ট করার ১ থেকে ২ মাস পর্যন্ত উহার অবস্থা কিরুপ থাকে তা জাহেদ সাহেবের অজানা নয়। জীবণ ফুকা সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান এখনও শিশু-ছাত্র; অপেক্ষা করুণ হবেই হবে। শ্রদ্ধেয় অভিজিতের লেখাই উৎকৃষ্ট সাক্ষি। বাইবেলও দু'নম্বরী গ্রন্থ, হাদিছ, উপনিষদ মাত্র উহা বেদ-কোরন, ইঞ্জিলও নয়।

বিপ্লব বাবু বলেন ৩/১১ জন বিজ্ঞানী গড স্বীকার করেন, অধিকাংশগণ স্বীকার করেন না। এবার বুঝুন যে গড আছে কি নেই তা নির্ভর করে ভোটাধিক্যের উপরে! অর্থাৎ ভাববাদের নয়, বস্তুবাদের নয়! বিজ্ঞানবাদেও নয়! এবারে একিন করুণ যে বিশ্বে আস্তিকসহ মৌলবাদীর সংখ্যা শতকরা ৮০/৯০ ভাগ, একটু কমও হতে পারে! অতএব আস্তিক-নাস্তিক বিতর্কের চূড়ান্ত ফলাফল পেয়ে গদি ছাড়ার সংগ্রামটিই এখন একমাত্র ইসু !

জীবের কৃতি ছাত্র!

(৩১ঃ৩৪) আয়াতে ছেলে-মেয়ে বা সোনা-লিঙ্গের উল্লেখ নেই; তাবলিগ জামাতের মতই ফাহেসা ওয়াজ-নছিহতগুলি করেছেন! ফতে মোল্লার পরামর্শ নিলে এমন গলৎটি করতেন না। দেখুন:

1. --He who knows what is in the womb--. [Yousuf Ali]
2. --- and knoweth which is in the womb—[pikthall]
3. --এবং তিনি জানেন যাহা জরায়ুতে থাকে/আছে [[ইসলামিক ফাউন্ডেসন]

হাগল!!

জরায়ু শব্দ উচ্চারণ করলেই কি উহাতে ছেলে বা মেয়ে নির্ঘাৎ থাকে? জীব বিজ্ঞান তাইই কি বলে? মেয়ে শিশুর জরায়ু থাকে না? থুড় থুড়ে বুড়ীর? ফুলের! মাটির মধ্যে! পানির মধ্যে! বাতাসের মধ্যে! হাইড্রোজেন-অক্সিজেনের? মাথার চুলে, যেখানে উকুণ জন্মে?

জরায়ুতে যা থাকে তার সন্ধান পেয়েই তো বিজ্ঞানীগণ ল্যাবরটরিতে জরায়ু [প্যাট্রি ডিস] তৈরী করেছেন। তদুপরি জরায়ুতে লিঙ্গের আত্ম প্রকাশের পুর্ব পর্যন্ত কৃতি বিজ্ঞানিগণের ঘাস কাটা ছাড়া স্লোগ্রাফ কোন কাজে লাগে না! ১/২ মাসে বলতে পারে? আগত শিশু নারী কি পুরুষ? মিলনের আগে? ধৈর্য হারা হইয়েন না! একদিন পারবেই পারবে! আপনার যুগটিই সর্ব শেষ যুগ বা আধুনিক যুগ অথবা কোরানই পুর্ণ ও শেষ বানী! আল্লাহর আর কোন বানী নেই! নবীও নেই! ইত্যাদি ভাববাদে বিশ্বাসী হয়ে মৌলবাদীর খাতায় নাম লিখাইয়েন না। বিজ্ঞান বিষয় অভিজিৎকে স্মরণ করুণ। তার মত সহজ-সরল সুন্দর করে লিখতে পারবেন বলে বিশ্বাস হয় না। তার বিজ্ঞান বিষয়ক প্রত্যেকটির সমাধানের পরেও বিশাল এক একটি প্রশ্ন রেখে দেন। খোলস ছেড়ে বের হওয়ার উহা অন্যতম লক্ষণ। তবে মাঝে মাঝে তিনিও ঘড়িকে ডিম ভেবে ঘড়ি সিদ্ধ করেন মাত্র। সেটা কোন ইসু নয় বটে! গাইএর লাথি আশির্বাদ হিসাবে নিতে হয়; কিন্তু বলদ-ষাঁড়ের লাথি খেলেই কোরবানীর হাটে উপস্থিত করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ থাকে না।

এবার দেখুন:

আপনার উল্লেখিত: (২৩: ১৪; ৭৫: ৩৮; ৯৬: ২)তে জমাট রক্তের কথাই শুধু নেই। শব্দটি আরবী 'আলাক' বুঝতে চিল্লায় যাওয়ার দরকার নেই! এস্তেখারারও প্রয়োজন নেই। বরং আপাতত অভিধানের স্মরণাপন্ন হোন! সেখানে 'আলাক' শব্দের জমাট-রক্তসহ ৫০টিরও বেশী অর্থ দেয়া আছে। অন্যত্র বীর্য, শুক্রবিন্দু, পানি, পানির যাস, মাটি, মাটির উপাদান, মাটির যাস, ঠনঠনে মাটি, পচা-কাদা মাটি, মাটির রস দিয়ে পর্যায়ক্রমে, বিবর্তণের ধারায় মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে বলেও উল্লেখ আছে। শুধু মানুষই নয় বরং সমস্ত জীব, জন্তু, গাছ-পালা, আলো-বাতাস পানি থেকেই সৃষ্টি বলেও উল্লেখ আছে। তবুও কোরানে বিজ্ঞান খুঁজে পাচ্ছেন না।

পেটে হোক কি ডিসেই হোক নারি-পুরুষের বিন্দানু বিন্দের মিলনে সন্তান হয়' তার সাথে বিজ্ঞানের কি সম্পর্ক খুঁজে পেলেন?

৬. তিনি বলেনঃ পুরুষের শুক্রানু (যা আসলে অর্ধেক কোষ বা n) এবং মহিলার ডিম্বানু (অর্ধেক কোষ বা n)------|

শুক্রকীটগুলি দৈত্য ক্যামেরা দিয়ে দেখলে কি অর্ধাঙ্গা মনে হয়? নারীর ডিম্বানু দেখলে কি অর্ধডিম্ব মনে হয়? জীব বিজ্ঞানের কৃতি ছাত্র! ১ এ ১ এ ২ হলে ২ এর অর্ধাঙ্গা ১ হয় বটে! কিন্তু ১ নিজে স্বয়ং সয়ম্ভু পুর্ণ ও নিখুত একক! কি বলেন? বুঝেন নি? আবার বলি: হাইড্রোজেন-অক্সিজেন পানির দু'টি অর্ধাঙ্গা; তাই বলে কি হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন নিজে অর্ধাঙ্গা? পানি, দুধ, চিনি, চা, অতঃপর এককাপ চা???

মৌলবাদী কল্পনা স্বীকৃত 'হযরত মুহাম্মদ (সা) অর্ধ নারী অর্ধ পশুর পিঠে চড়ে নভোমন্ডল ভ্রমন করেছেন।' কথাটি কৃতি জীব বিজ্ঞানী ছাত্রের অবিশ্বাস করার যুক্তি-সাহস কোথায়?

+ যোগ + = +　　**+ যোগ - = -**
- যোগ - = +　　**- যোগ + = -**

ঐ দু'রকমের যোগ আর দু'রকমের বিয়োগের পার্থক্য বোঝেন তো? উহার উল্টোটাও কোন একদিন বিজ্ঞানই সত্য বলে প্রমান করবে। সেদিন ব্রম্মা-ইব্রাহীম, ঈছা-মুছার গলার বানী ও ছবিও উদ্ধার করতে পারবে! মরা মানুষগুলিও দেখতে পাবে! তখন অস্র বিজ্ঞান ছাড়াই জামিলুল বাসারের ঘাড়ে শুওরের মাথা বসিয়ে দিতে পারবে; এমন একটি আধুনিক যুগ পুর্বেও গত হয়েছে। 'আধুনিক যুগ' এই আদি পুরানো বাক্যটি গুহাবাসীরাও ব্যবহার করতো। কিন্তু আজও বাক্যটি আধুনিক, কালাকালভেদী অনুরূপই থাকবে। জীব পশুরাও অনুরূপ ভাবে।

৭. তিনি বলেনঃ জামিল সাহেবের লেখাটি পড়লে পাঠকের ধাঁধা লেগে যেতে পারে। মুল বিষয়টা যে আসলে কোরান বনাম বিজ্ঞান, এটি সহজে বোঝার উপায় নেই---।

এযাবৎ ধৈর্য ধরেই ছিলাম কিন্তু এবার না কেঁদে পারলাম না। পাগলে এরকম মাঝে মাঝে কাঁদে। দীর্ঘ দু'বৎসর যাবৎ বাসারের লেখার মধ্যে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে একটি বাক্য বা শব্দও নেই; তবে বিজ্ঞানের মৌলবাদী উম্মতদের বিরুদ্ধে কিছুটা আছে। বার বার বহুবার কোরানের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, বিজ্ঞানীগণ সৃষ্টির শ্রেষ্ট। তারা এমনকি ৩য় স্তরের নবী-রাছুল এবং তা কোরান দিয়েই সাব্যস্ত। চন্দ্র, সুর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, উল্কা, সৌর জগত, মহা সৌর জগত; পৃথিবীর জরায়ুতে, সর্বত্রই জীব জীবণ ছিল, আছে। জীব গ্রহান্তরিত হয়, পুর্বেও হয়েছে। ভবিষ্যতেও হবে! মরাগণ জেন্দা হয়, জেন্দাগণ মরে ইত্যাদি ৭ হাজার বছর আগের বেদ-কোরান ইহাই বলে। নোবেল প্রযুক্ত ইবলিস আইনষ্টাইন বলেন নি। হকিংস, ছালাম-কালাম এখন পর্যন্ত বলেন নি! কিন্তু মোহাম্মদ বলেছেন। তবুও কোরানে বিজ্ঞান খুজে পাচ্ছেন না। [দ্রঃ সদালাপের রক্ষণ ফাইলে 'ধর্ম দর্শন' প্রতিবেদনটি দেখতে পারেন।
মোল্লা-মুন্সিগণ এমন কি গরু-ছাগলগণও বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে নয়। কারণ তাদের ফরজ, ছুন্নত সবই বিজ্ঞান নির্ভরশীল। তবে সঙ্কীর্ণতার জন্য যা পছন্দ হয় না তার প্রতিবাদ করেন মাত্র। এমন বিচার বিবেচনায় স্বঘোষিত নাস্তিকগণ মোল্লাদেরও অনেক উর্দ্ধে বলেই তাদেরকে অর্ধ শিক্ষিত, হাত গনকগণ রসিক বা রঙ্গিলা নাস্তিক বলে। এরা 'ইসলাম বা শান্তি' ও 'মোসলেম বা মানবতার' নামে চোখে চশমা এটে দুনিয়াভর চশমা খুজে বেড়াচ্ছেন।

সকল জাতির মৌলবাদিগণ সকল জাতির মুল ধর্ম গ্রন্থ থেকে বিচ্ছিন্ন। শরিয়তের নামাজ, রোজা ও তার সময়কাল, হজ্জ ও তার দিন তারিখ অবৈধ; জাকাত, কোরবানী ইত্যাদি সকল স্তম্ভই ভুল মিথ্যা ইত্যাদি কোরান দিয়েই প্রমান করা হয়েছে। যাতে নিজের কোন বক্তব্য নেই।
সুতরাং সারা জনমের প্রশ্ন, যার উত্তর আজ পর্যন্ত কেহই দেন নি! সে উত্তরটি হলোঃ সীতা কারো বাপ নয়! মরা বিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়া জীব বিজ্ঞান অর্ধাঙ্গ N।

বিজ্ঞানের ছাত্র নই! গুরুও নই! অস্রবিজ্ঞান না বুঝলেও বিজ্ঞান নিয়ে কখনওই বিতর্ক করি না, করিনি। তর্ক-বিতর্ক করি আস্তিক বনাম নাস্তিক, ভাববাদ বনাম বস্তুবাদ বা পৌত্তলিকবাদ। আস্তিকদের অস্র কোরান ও বিজ্ঞান বা ভাব ও হেকমত; পক্ষান্তরে নাস্তি কদের অস্র অ-ভাব ও কথিত বিজ্ঞান। এজন্যই সম্ভবত নারদ-ফেরাউনের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত তারা কুলিয়ে উঠতে পারছেন না বলেই মনে হয়। কি জানি এটাও গণক ঠাকুরের গণনা বোধ হয়।

কোন এক সময় মুক্তমনার নোটিশ পেয়ে লেখা পাঠানো বন্ধ করি। কারণ তারা বেদ-কোরান বিজ্ঞানের সাথে মিশাতে পছন্দ করেন না। যা আমার লেখায় অজ্ঞতা বশত: প্রতি নিয়ত ঘটতো! এখনও ঘটে! কিন্তু পরবর্তিতে দেখলাম যে তাদের সে ওয়াদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন বিধায় পুনরায় পাঠানো শুরু করি। কিন্তু এবারের নোটিশ নয় বরং থ্রেড। তালুকদার সাহেবার থ্রেড পেয়ে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছি! এক ঘরার দুঃসংবাদও দিয়েছেন! মোল্লাগণ আগেই আমাকে ত্যাগ করেছেন! ভিন্নমত আমাকে ত্যাগ করেই ফেলেছেন বোধ হয় তবুও পাঠাই। কারণ তারাও আপনাদের মত মাঝে মাঝে মহানুভবতা, মানবতা, টলারেন্ট, বাক স্বাধীনতার ওয়াজ-নছিহত করেন!
কথিত হয় দেশী কাক নিজের চোখ বুজে খাবার লুকায়! ভাবে নিজের লুকানো খাবার নিজেই যখন দেখছে না! তখন আলবৎ অন্য কেহও দেখে না। এটা তার প্রত্যক্ষ বাস্তব ও বিজ্ঞান পরীক্ষিত বিশ্বাস!

আপনার ৩য় পর্ব প্রকাশ করার পুর্বে নিম্ন বর্ণিত প্রশ্নগুলি বিবেচনা করবেন আশাকরি এবং তাতেই প্রমান পাবেন কোরানে বিজ্ঞান আছে কি নেই! যাতে অবশিষ্ট পর্বের বেহুদা কষ্ট করতে না হয়।

১. জ্ঞান কাকে বলে? বিজ্ঞান কাকে বলে?

২. পরস্পরের সম্পর্ক কি? কোনটি আগে কোনটি পরে? কে কার গুরু।

৩. জ্ঞান ও বিজ্ঞান কত প্রকার এবং কি কি?

৪. ভাববাদ কাকে বলে? জ্ঞানের সঙ্গে উহার সম্পর্ক কি? বিজ্ঞানের উৎস কি?

৫. আমিত্ব, মহব্বত, এরেদা ও এলেম অর্থাৎ স্বত্তানুভুতি, আকর্শণ, ইচ্ছা ও জ্ঞানের আকৃতি বা অনু পরমাণু বা কোষের রুপ কি? এ্যটম, নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেক্ট্রনের সঙ্গে কোন মিল সুত্র প্রমান করা যায় কি না? কোন দিন যেতে পারে কি না?

বিনীত